SALTORA NETAJI CENTENARY COLLEGE

Department Of Philosophy

বিষয় :- ন্যায় মতে, অনুমিতি বা অনুমান

PowerPoint Presentation by

LAXMAN DUTTA

ন্যায় মতে, অনুমিতি বা অনুমান প্রমাণ

ভূমিকা

ন্যায় দর্শনে স্বীকৃত চারটি প্রমা-র মধ্যে অন্যতম দ্বিতীয়টি হল 'অনুমিতি'।এই অনুমিতির করণইৎহল অনুমান প্রমাণ। সাধারণত 'অনু' শব্দের অর্থ 'পশ্চাৎ' এবং 'মান' শব্দের অর্থ 'জ্ঞান'। সুতরাং,'অনুমান' শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল 'পশ্চাৎ জ্ঞান'।

মহর্ষি গৌতম এর মতে, প্রত্যক্ষ বিশেষের পশ্চাৎজনিত যে যথার্থ জ্ঞান অনুমিতির করন হয়, তাই হল অনুমান প্রমাণ।

যেমন- 'যেখানে ধুম সেখানেই বহ্নি' এই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর নির্ভর করে পর্বতে ধুম দেখে আমরা অনুমান করি যে পর্বতে বহ্নি আছে। এক্ষেত্রে 'পর্বতে বহ্নি আছে'-এই জ্ঞানটি হল অনুমতি।

অনুমিতির লক্ষণ

নব্য নৈয়ায়িক অন্নংভট্ট 'তর্কসংগ্রহ' গ্রন্থে অনুমিতির লক্ষণে বলেছেন - "পরামর্শজন্যং জ্ঞানম্ অনুমতিঃ"।

অর্থাৎ ,পরামর্শ থেকে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাই হল অনুমিতি।

পরামর্শ

"ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষধর্মতাজ্ঞানং পরামর্শঃ"।

অর্থাৎ ,ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুর পক্ষের সঙ্গে সম্বন্ধ বিষয়ক জ্ঞানকে পরামর্শ বলা হয়।

ব্যাপ্তি জ্ঞান ও পক্ষধর্মতা জ্ঞান

ব্যাপ্তি জ্ঞান

'তর্কসংগ্রহ'গ্রন্থে অন্নংভট্ট বলেছেন, হেতু ও সাধ্যের নিয়ত সহচার সম্বন্ধ বিষয়ক জ্ঞানকে ব্যাপ্তি জ্ঞান বলে ।

যেমন - 'যেখানে ধুম সেখানেই বহ্নি'- এরূপ ধুম(হেতু) ও বহ্নির(সাধ্যের) নিয়ত সহচার সম্বন্ধ বিষয়ক জ্ঞানই হলো ব্যাপ্তি জ্ঞান।

পক্ষধর্মতা জ্ঞান

পক্ষে হেতুর নিশ্চিত উপস্থিত থাকার জ্ঞানই পক্ষধর্মতা জ্ঞান।

যেমন - পর্বতে(পক্ষে) ধূমের(হেতুর)নিশ্চিত উপস্থিতির জ্ঞানই হল পক্ষধর্মতা জ্ঞান।

অনুমিতির করণ ও ব্যাপার

প্রাচীন ন্যায় মত :- 'পরামর্শ জ্ঞান' হল অনুমিতির করণ এবং 'ব্যাপ্তিস্মরণ' হল ওই করণের ব্যাপার।

অন্নংভট্টের মত :- 'পরামর্শ জ্ঞান' হল অনুমিতির করণ বা অনুমান প্রমাণ।

নব্য ন্যায় মত :- 'ব্যাপ্তিজ্ঞান' হল অনুমিতির করণ এবং 'পরামর্শ জ্ঞান' হল ওই করণের ব্যাপার।

পক্ষ,সাধ্য ও হেতুর ধারণা

ন্যায় মতে, প্রতিটি অনুমানে তিনটি পদ থাকে । এগুলি হল - পক্ষ ,সাধ্য ও হেতু।

পক্ষ

যে অধিকরণে সাধ্য আছে কিনা সেই বিষয়ে সংশয় থাকে, সেই অধিকরণকে পক্ষ বলে ।
যেমন - পর্বতে ধূম প্রত্যক্ষ করে যখন বহ্নির অস্তিত্ব অনুমান করা হয়,তখন ওই পর্বতে বহ্নি আছে কিনা সেই সম্পর্কে সন্দেহ থাকে। কাজেই এক্ষেত্রে 'পর্বত' হলো পক্ষ।

সাধ্য

পক্ষে যাকে সাধন করা হয় বা প্রমাণ করা হয়, তাকেই সাধ্য বলে।

সাধ্যকে অনুমেয় পদার্থও বলা হয়। কেননা সাধ্যই হচ্ছে অনুমানের বিষয়।

যেমন - পর্বতে ধুম দেখে বহ্নির অস্তিত্ব অনুমানের ক্ষেত্রে বহ্নিই হলো অনুমানের বিষয়। তাই এখানে 'বহ্নি' হল সাধ্য।

হেতু

যে পদার্থের দ্বারা পক্ষে সাধ্য কে অনুমান করা হয়, তাকে 'হেতু' বলে।

হেতুর দ্বারাই পক্ষে সাধ্যের সাধন করা হয়। তাই হেতু হলো অনুমানের ভিত্তি ।

যেমন - 'পর্বতঃ বহ্নিমান ধূমাৎ'-এই অনুমানে পর্বতে ধুম দেখে বহ্নির অস্তিত্ব অনুমান করা হয়েছে। তাই এখানে 'ধুম' হল হেতু।

Thank You